সার্কুলারঃ ৮ মার্চ, ২০১১

তারিখ: ২৪.০২.২০১১

সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক
.... জেলা শাখা
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ।

প্রিয় বোন,

শুভেচ্ছা জানবেন। আশা করি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভাল আছেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দীর্ঘ চার দশকের আন্দোলন-সংগ্রামকে বিবেচনায় রেখে এবারে আমরা পালন করতে যাচ্ছি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ৪ এপ্রিল সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং ২০ জুন প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের জন্মবার্ষিকী। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমাদের আছে অনেক অর্জন, আছে অনেক চ্যালেঞ্জ। এই অর্জন এবং চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখেই আমাদের নির্ধারণ করতে হবে ভবিষ্যত করণীয়।

বিশ্বব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজ নারী সমাজের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে। সমাজে নারীর মানবাধিকার ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নারী আন্দোলনকে এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে। নারী আন্দোলনের এই অগ্রযাত্রায় নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবারে ৮ মার্চকে কেন্দ্র করে তৃণমূল পর্যায়ে অনেক বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করার। কেন্দ্র থেকে শুরু করে সংগঠনের তৃণমূল শাখা পর্যন্ত প্রত্যেকেই এবার ৮ মার্চ উপলক্ষে ১-৮ মার্চ সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে সরকারী কর্মসূচীতে অংশগ্রণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করবে ৮ মার্চ।

আপনারা সকল শাখায় নিজ নিজ উপ-পরিষদের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে এই কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সভায় ৮মার্চ পালন উপলক্ষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. এবারের শোগান: “শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ: নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত”।

২. জাতিসংঘ কর্তৃক ৮মার্চ-এর শোগানের আলোকে এই শোগানকে ভিত্তি করে মহিলা পরিষদের সকল পর্যায়ে গৃহিত কর্মসূচিতে চলমান নারী আন্দোলনের যে সব দাবিকে প্রাধান্য দিতে হবে সেগুলি নিচে উলেখ করা হলো:

- নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধ
- ফতোয়ার বিরম্নদ্ধে আন্দোলন
- আইন সংস্কার আন্দোলন জোরদার করা
- সিডও-এর ২ এবং ১৬-১(গ) ধারা থেকে সরকারের সংরক্ষণ প্রত্যাহার
- পারিবারিক সহিংসতা ও সুরক্ষা আইন ২০১১-এর প্রচার।

৩. কেন্দ্রীয়ভাবে ৮ মার্চ উপলক্ষে শুভেচ্ছা কার্ড ও পোষ্টার করা হবে। সকল শাখায় শুভেচছা কার্ড ও পোষ্টারের মাধ্যমে ৮ মার্চের বক্তব্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে।

৪. কেন্দ্রীয়ভাবে আগামী ৪-৬ মার্চ, ২০১১ ঢাকা শহরের ৩টি এলাকায় ৩টি পথসভা করা হবে।

৫.আগামী ৮ মার্চ সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দুপুর ৩- সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‌্যালী এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া যাতে এই দিনটি উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে সেই ব্যাপারে মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হবে।

৭.জেলা শাখার উদ্যোগে অবশ্যই যে কর্মসূচিগুলি পালন করতে হবে:

- অন্ত: ১টি উপজেলা, ১টি ইউনিয়ন, ১টি গ্রামে তৃণমলের নারী-পুরুষদের নিয়ে সভা
- জেলা পর্যায়ে সরকারী আইনজীবি এবং মহিলা পরিষদের প্যানেল আইনজীবিদের সাথে মতবিনিময়
- তরম্নণ-তরুণীদের সাথে আলোচনা
- স্থানীয়-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করা
- জেলা শাখার উদ্যোগে নির্দিষ্ট অঞ্চল ভিত্তিক (পট, গম্ভীরা ইত্যাদি) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৮. প্রত্যেক কর্মসূচিতেই অধিক সংখ্যক পুরুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

আপনাদের সকল কর্মসূচীতে এলাকার নাগরিক সমাজ, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দল, এনজিও, ছাত্র/ শিক্ষক, আইনজীবীসহ অন্যান্যদের সম্পৃক্ত করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ নিবেন। উলেস্নখ্য যে, কর্মসূচী সম্পন্ন করে অবশ্যই ছবিসহ প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দ্রুত পাঠাতে হবে।
আপনাদের সকল উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আন্তরিক ধন্যবাদসহ,

আয়শা খানম
সভাপতি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

মালেকা বানু
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ